দেয়া হয়নি। তাই বিচারের কাঠগড়ায় আমি অসহায় ও মজলুম।

আপনারা আমার চেয়ে ভাল করেই জানেন যে, প্রমাণের অভাবে অপরাধী ছাড়া পেতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই নিরপরাধ কাউকে শাস্তি দেয়া যায় না। ন্যায় বিচারের এ ভিত্তিটিই বাংলাদেশের আইনে, ইসলামী আইনে এবং আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত। এ জন্যই বিচারকের আসনটি এত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। ন্যায় বিচারের জন্য রয়েছে অভুতপূর্ব ও অফুরন্ত পুরস্কার। অন্যদিকে অন্যায় বিচার হলে আল্লাহর আরশ কেপে ওঠে। আপনারা অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এ জায়গায় এসেছেন। আপনারা ন্যায় বিচার করতে চান। আল্লাহর দরবারে একান্তে মুনাজাত করি, আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করুন। বলিষ্ঠতা দান করুন।

তিনি বলেন, যে সমস্ত অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে তা ঠেকানোর জন্যই ইসলামী রাজনীতি করি। নেতৃত্ব তো বটেই জামায়াতের কোন সদস্যও এ ধরনের দোষে পরোক্ষভাবেও সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে না। ৪০ বছর পূর্বে এ কু-অভ্যাস থাকলে এখনও তা দেখা যেত। কারণ অভ্যাস বদলায় না।

আমাদের বিরুদ্ধে মামলার নেপথ্য শক্তি খুবই চৌকস। অভিযোগনামা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং ভাষা এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে আওয়ামী লীগ ক্ষিপ্ত হয়। প্রতিবেশী দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক বিনষ্ট হয় এবং আমাদের দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব বিভ্রান্ত হয় এবং বিরাগভাজন হয়।

তিনি বলেন, আল্লাহর রহমতে আমার জীবনে অভ্যাস হচ্ছে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলা। আল্লাহকে ভয় করি। আদালতে আখিরাতের জবাবদিহিতাকে ভয় করি। সবাইকে ফাঁকি দেয়া যায়, কিন্তু আল্লাহকে ফাঁকি দেয়া যায় না। আনীত অভিযোগ সত্য হলে স্বীকার করে নিতাম। এটাই কুরআন-হাদীসের শিক্ষা। ***তাই আমি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছি আল্লাহ সাক্ষী, আমি একশত ভাগ নির্দোষ, আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।***

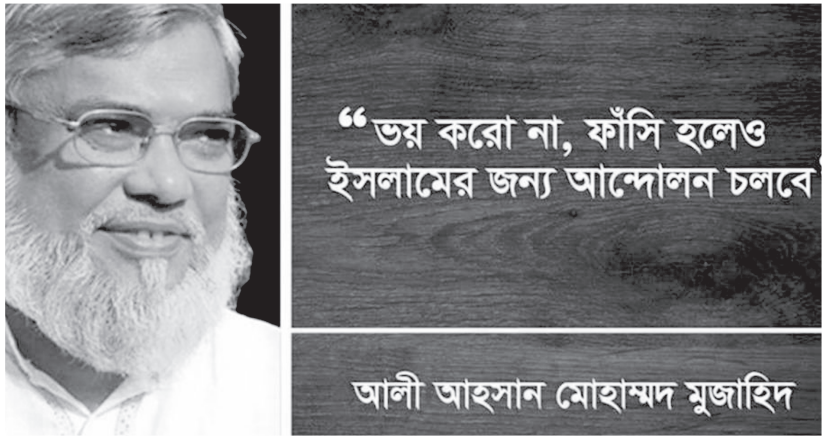

ফাঁসির রায় শুনে শহীদ মুজাহিদের প্রতিক্রিয়া

ফাঁসির রায় শুনে শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বললেন, "আমি ট্রাইব্যুনালে সাক্ষীদের প্রদত্ত্ব জনাববন্দী, জেরা ও আরগুমেন্ট অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শুনেছি। আমাকে ঐসব মিথ্যা অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করার কোন সুযোগ নেই। প্রসিকিউশন আমার বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগই প্রমাণ করতে পারেনি। এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন, বাংলাদেশের কোথাও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সংঘটিত কোন অপরাধের কিংবা আমার আল-বদর, শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-শামস বা এই ধরনের কোন সহযোগী বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ততা ছিল এমন কোন তথ্য তিনি তার তদন্তকালে পাননি। এর পরও মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আমাকে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করেছেন। আমি ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

তিনি বলেন, "প্রতিদিন বাংলাদেশে শত শত লোক স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। এসব মৃত্যুর সাথে ফাঁসির আদেশের কোন সম্পর্ক নেই। কখন, কার, কিভাবে মৃত্যু হবে সেটা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করেন। আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন সাধ্য কারো নেই। সুতরাং ফাঁসির আদেশে কিছু যায় আসে না। আমি মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণায় উদ্বিগ্ন নই।"

তিনি বললেন, "অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা গোটা মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল। সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে যে শাস্তির ব্যবস্থা করেছে তার জন্য আমি মোটেই বিচলিত নই। আমি আল্লাহর দ্বীনের উদ্দেশ্যে আমার জীবন কুরবান করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত আছি।